W. B. HUMAN RIGHTS COMMISSION
KOLKATA - 91

NOTE SHEET

146/WBHRC/SMC/17.

18-04-2017

Enclosed is the news item clipping of the Sambad Pratidin, a Bengali daily dated 18.04.2017, the news is captioned "হাসপাতালেই মশার আড়ত"

Investigating Wing of West Bengal Human Rights Commission is directed to submit a detailed report after investigating the matter by 8th May 2017

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl : News Item dt.18-04-2017.

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

Upload in website and a copy of the order be communicated to the concerned newspaper.

ডেঙ্গু রোখার বার্তা দিয়ে সারি সারি ব্যানার, প্রচার মানছে না খোদ স্বাস্থ্যক্ষেত্রই

হাসপাতালেই মশার আড়ত

ব্রতদীপ ভট্টাচার্য

হাসপাতালের গেট দিয়ে ঢুকতেই সারি সারি ব্যানার। লেখা, 'জল জমা যেখানে, ডেঙ্গু-বাহক মশার জন্ম সেখানে।'

উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত হাসপাতালের প্রবেশদ্বার থেকে এমার্জেন্সি পর্যন্ত ছয়লাপ এই সচেতনতা বার্তায়। অথচ ভিতরে গেল তার সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র। কী রকম?

হাসপাতালের মেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের পাশেই গজিয়ে উঠেছে সাক্ষাৎ মশার আঁতুড়ঘর। মূল বিল্ডিংয়ের ঈশানকোণের ডোবাটি আবর্জনায় পরিপূর্ণ হয়ে আঁস্তাকুড়ের চেহারা নিয়েছে। কী নেই তাতে? হাসপাতালের চিকিৎসার বর্জ্য থেকে শুরু করে থার্মোকলের প্লেট, ফাঁকা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোলা, পলিব্যাগ - জল কাদায় মাখামাখি হয়ে যে নরকুণ্ড। দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো দায়। এক নজরেই বোঝা যায়, মশার বংশবৃদ্ধির জন্য এর চেয়ে আদর্শ জায়গা আর হয় না। বস্তুত হাসপাতাল চত্বরে ডেঙ্গু প্রতিরোধের ব্যানারগুলোয় যে সব জিনিস জমতে না দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে, হাসপাতালের কেন্দ্রস্থলেই সেগুলির

বারাসত হাসপাতালের হাল। আবর্জনায় হয়ে উঠেছে মশার আঁতুরঘর। —প্রতিদিন চিত্র

আড়ত হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই ডোবা। যা দেখে রোগীদের পরিবারের লোকেরা ব্যঙ্গ করে বলছেন, "আপনি আচরি ধর্ম, অপরে শিখাও।"

ফল যা হওয়ার তা-ই। মশার উৎপাতে সকলে অতিষ্ঠ। রোগীর পরিজনরা বলে বলে ক্লান্ত। বারাসতের ন'পাড়ার অভিষেক ভট্টাচার্যর কথায়, "মা অসুস্থ হওয়ায় হাসপাতালে রাত কাটাতে হয়েছিল। মশার কামড়ে আতঙ্ক হয়ে গিয়েছিল, ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া না হয়ে যায়।" আর এক রোগীর ছেলে মনোজ প্রামাণিক বলেন, "রাতে বাড়ির লোক থাকার জন্য প্রতীক্ষালয় রয়েছে। মশা সেখানেও পিছন ছাড়ে না। ডোবাতেই যত মশার বাসা।" উৎপল চৌধুরি নামে এক রোগীর আত্মীয়ের আক্ষেপ, "আগের চেয়ে হাসপাতালের পরিষেবা অনেক উন্নত হয়েছে। ওয়ার্ড পরিষ্কার থাকে। লিফ্‌ট হয়েছে। উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এত ভাল কাজ করার পরও ডোবাটি যেন এক বালতি দুধে এক ফোঁটা চোনা ফেলার মতো।"

বারাসত পুরসভার পুর জানিয়েছেন, "প্রায় তিন মাস পুরসভা ডোবাটি সংস্কার করে কিন্তু সেখানে আবর্জনা ফেল করা যায়নি। ফলে মাস তি মধ্যেই এই হাল দাঁড়িয়েছে। সংস্কারও করা হয়নি ডে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে। ত হলে সমস্যার সুরাহা হবে। রোগীদের প্রশ্ন, তত দিন কি এ মশার চাষ হয়ে চলবে হাস চত্বরে? বারাসত হাসপাতালের কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বারাসতের সাংসদ ঘোষদস্তিদার বলেন, "কী সংস্কার হচ্ছে না, তা খতিয়ে হচ্ছে। খুব শীঘ্রই সৌন্দর্যায়নে শুরু হবে।"

কিন্তু মানুষের যদি সচেতন আসে, তা হলে তো ফের স পরও ডোবার একই হাল হবে। আর্জনায় বোঝাই হয়ে আঁস্তা চেহারা নেবে জলাশয়। আবার আঁতুড় হয়ে উঠবে। সেই স সমাধান কী।

মানুষ নিজের ভাল না বুঝ কিছুতেই কিছু করা যা একবাক্যে সকলে তা স্বীকার ক